২৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 DEC 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

# প্রত্যেকটি শিশু স্কুলে যাবে

সব শিশুই স্কুলে যাবে। এ শতাব্দী তো চলেই যাচ্ছে। অন্তত আগামী শতাব্দীতে এটা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বের ৯টি সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের এ হচ্ছে দৃঢ় অঙ্গীকার। দেশের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করাই সে অঙ্গীকারের লক্ষ্য।

দিল্লীতে গত বৃহস্পতিবার হয়ে গেল এই নয় দেশের একদিনব্যাপী শীর্ষ বৈঠক। 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক এই বৈঠকের গৃহীত ঘোষণায় নিরক্ষরতা দূর করতে ৯ জাতির উদ্যোগের প্রতি বিশ্বসমাজের সমর্থন চাওয়া হয়েছে। চাওয়া হয়েছে শর্তহীন সাহায্য। শিক্ষা কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোকে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে স্বাগতিক দেশ ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, নাইজিরিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ অংশ নেয়। শীর্ষ সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তোই ছিলেন একমাত্র বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান। আর স্বাগতিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। চীনের প্রতিনিধিত্ব করেন চীনের উপপ্রধানমন্ত্রী লী ল্যাংকুইন। অন্য দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন সেসব দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া শীর্ষ সম্মেলনে পাঠানো বাণীতে বলেন, তাঁর সরকার নয়াদিল্লী সম্মেলনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। সবার জন্য শিক্ষাকে তাঁর সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবেও তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের প্রধান ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বাণীটি পড়ে শোনান। সম্মেলন উদ্বোধনকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা আশাপ্রকাশ করেন, সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম সকালের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত বয়ে আনবে। জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রস ঘালি এক বার্তায় বলেন, সবার জন্য শিক্ষা সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখবে।

শিক্ষাসংক্রান্ত এই নয়াদিল্লী শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে সেখানে উল্লিখিত ৯ দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা তিনদিনব্যাপী একটি প্রাক সম্মেলনে বসেন। অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর এই শিক্ষা সম্মেলন নানাদিক থেকেই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে এটা স্পষ্ট, সংশ্লিষ্ট দেশগুলো বেশ সচেতনভাবে এবং গুরুত্ব দিয়ে এই সম্মেলন করেছে। বিশ্বের ৭১% নিরক্ষর লোক এই ৯ দেশে বাস করে। ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, দক্ষিণ এশিয়ায় বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৮৫ সালে ছিল ৩৭ কোটি ৪১ লাখ। ১৯৯০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটি ৭৩ লাখে। নয়াদিল্লী সম্মেলনে বেশ কটি দক্ষিণ এশীয় দেশ অংশ নেয়। আবার ১৯৯০ সালে ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি আর বিশ্বব্যাংক আয়োজিত সবার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে : বয়স্ক নিরক্ষরতার হার কমিয়ে ১৯৯০-এর মাত্রার অর্ধেক করা। সে সম্মেলনে যেমন মহিলাদের সাক্ষরতার ওপর তেমনি পুরুষ এবং মহিলা নিরক্ষরতার হারের মধ্যে বিরাজমান অসমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, এই গ্রহকে আগামী শতাব্দীতে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার এক ব্যাপক তোড়জোড় চলছে। সম্মেলন করা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে। উল্লিখিত নয়াদিল্লী সম্মেলন তারই একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ। এখানে বেছে বেছে সমবেত করা হয় কয়েকটি জনবহুল দেশকে। এর পিছনে অবশ্যই বাস্তব কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর উচ্চহারের সঙ্গেই নিরক্ষরতার সম্পর্ক। সম্পর্ক অবশ্য মহিলাদের সাক্ষরতার হার এবং পরিবারের আকার ও প্রসূতি এবং শিশুমৃত্যু ও তাদের পুষ্টিগত অবস্থার মধ্যেও রয়েছে। এছাড়া বিশ্বে নিরক্ষরদের মধ্যে রয়েছে মহিলাদেরই প্রাধান্য। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হলে এই সবক'টি দিকই বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। লন্ডন কেন্দ্রিক চ্যারিটি পপুলেশন কনসার্ন-এর তথ্য অনুযায়ী, দু'হাজার সালের মধ্যে জনসংখ্যায় বৃহত্তম ২০টি শহরের মধ্যে ১৭টিই হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহর।

তার মানে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিও রোধ করতে হবে। পাশাপাশি (১) শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার কমাতে হবে; (২) নিশ্চিত করতে হবে তাদের পুষ্টি; (৩) সীমিত রাখতে হবে পরিবারের আকার; (৪) কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে দূর করতে হবে দারিদ্র্য। শিশুদের জন্য শুধু স্কুল খুললেই বা তাদের স্কুলে পাঠালেই চলবে না– 'ড্রপ আউট' তথা তদের স্কুল ত্যাগ বন্ধেরও বাস্তব ব্যবস্থা করতে হবে। দারিদ্র্য দূর করাই তার একমাত্র উপায়। এবং সেই সঙ্গে সাক্ষর করতে হবে মহিলাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

এ সবই হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। আমাদের দেশে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। সেগুলো আরও জোরদার করতে হবে। আরও শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে ঐসব পূর্বশর্ত পালনের মাধ্যমেই নয়াদিল্লী ঘোষণার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে। আগামী শতাব্দীতে তাহলে আমরাও প্রতিটি শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারবো। নিশ্চিত হবে দেশের উন্নয়ন।